অর্ঘ্য

নিবেদিতা কন্যা সংঘ

'শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু।'

প্রচ্ছদ: ঋতীজা ঘাঁটী

কেয়াশ্রী- দাস

নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে এক বছর যাত্রা যা শিখছি ও তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখ। রাজশ্রী ঠাকুর

⇒ স্বামীজির বাড়িতে আমি প্রথম আসি যখন আমি ক্লাস 7-এর ছাত্রী ছিলাম, তার আগে হয়তো এসেছি তেমন মনে নেই, আমি আসি আমার স্কুল থেকে Youth Forum-এর ক্লাস করবার জন্য, Youth forum এর কথা না বললেই নয়, প্রথমে আমার একদমই ব্যাপারটা ভালো লাগেনি যে গীতা পড়ব গান করব, গান করার জন্য আবার ওখানে যাব? কিন্তু আমাকে প্রথমে জোর করেই আমার মা এবং স্কুলের শিক্ষিকা পাঠান, করতে করতে বেশ ক্লাসে আসতে ভালোই লাগত, প্রত্যেক রবিবার হতো, এটি চলল প্রায় পাঁচ বছর তারপর ~~কিছু~~ কিছু কারণে Youth Forum বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তাও আমরা স্বামীজির বাড়ি আসব বলে কয়েকজন ছাত্রী মিলেই ক্লাস করতাম, কয়েকদিন পর শুনলাম "নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘ" নামে আবার একটি নতুন ক্লাস শুরু হবে, মনে হয়েছিল আবার সেই গীতা আর গান হবে! কিন্তু ক্লাসে আসার পর জানলাম এখানে গীতা, গান, হনুমান ~~চালিসা~~ চালীসা, স্বামীজীর কথা, নিবেদিতার কথা, ঠাকুর-মা-এর কথা আরও কত কী শিখতে পারছি, এখানে এসে একদিনও মনে হয়নি যে আমার একঘেয়েমি লাগছে, আমি আমার পড়াশোনা, গান-এর পাশাপাশি নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘের ক্লাসও একইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, প্রত্যেক শনিবার ক্লাসে আসি এবং প্রত্যেক শিক্ষিকার থেকে অনেক কিছু শিখি ও বাড়িতে শেখাই ও অভ্যাস করি, আজ আমি স্বামীজির বাড়িতে না গেলে হয়তো এত কিছু জানতে না শিখতে পারতাম না আমি চাই ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘ থেকে শিখতে,

নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে আমি কয়েক সপ্তাহ আগেই ভর্তি হয়েছি। অচল-অচল আমি ছোটোবেলা থেকেই দুষ্টু। কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই আমি পড়াশোনায় ভালো নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু গত-বছর থেকে আমার পড়াশোনায় মনোসংযোগ খুব কমে যাচ্ছে। কিছু করতে ভালো লাগছে না, পড়তে বসতে ভালো লাগছে না। কিন্তু আমি যেদিন নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে ভর্তি হয়েছি, তখন আমি বুঝতে পেরেছি যে এখান থেকেই আমি আমার সেই পড়াশোনার প্রতি মনোসংযোগ আবার খুঁজে পাবো, কারন এখানে থাকলে মন শান্ত হয়, আমরা যে কোনো কাজেই মনোসংযোগ করতে পারবো, আবার আমরা স্বামীজি, মা-সারদাদেবী, ঠাকুরের ব্যাপারে অনেক কিছু মানতে পারি। এখানে গানও শেখানো হয়, তা আমার খুব ভালো লাগে। আমি এখানে আসার পর আগের থেকে অনেক জ্ঞান উপার্জন করেছি। কিভাবে মন স্থির করে রাখতে হয়, তাও শিখেছি। আমি আগের থেকে এখন পড়াশোনায় অনেকটা মনোসংযোগ করতে পেরেছি। তাই আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার শিক্ষিকাদের, আমাকে এতো কিছু শেখানোর জন্য ও আমি আমার দাদাকেও ধন্যবাদ জানাবো, কারন ও ছাড়া এই সঙ্ঘে আমি যোগদান করতে পারতাম না ও নিজের ভিতরের প্রতিভাও ফুটিয়ে তুলতে পারতাম না।

কেয়াশ্রী দাস।

নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে এক বছর ব্যাপী যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি, তা আমার ব্যক্তিগত জীবনে খুব উপকার করেছে। প্রানায়াম, প্রত্যাহার করার ফলে আমার Concentration, বেড়েছে। গীতা chanting করার মাধ্যমে আমার উচ্চারণ আরো স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া প্রতি শনিবার, মহাপুরুষদের নিয়ে আলোচনা শুনে, নিজের নিজের জীবনে তাদের বাণী শুনে, নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে, আমি খুবই উপকৃত হয়েছি।* শ্রী শ্রী ঠাকুর মা, স্বামীজীর পায়ে আমার প্রনাম জানিয়ে প্রার্থনা করি, আমার মন যেন সব অবস্থায়ে তাদের শ্রী চরণে নিবেদিত থাকে।

* শ্রী শ্রী শঙ্করাচার্যের জীবনী, বুদ্ধদেবের জীবনী শুনে, আমার খুবই ভাল লেগেছে, তাই আমি চেষ্টা করি, তাদের কথা, বাণী সবসময় জীবনে মেনে চলার, যা আমার পরবর্তী জীবনে সাহায্য করবে।

সন্দীপ্তা মণ্ডল

নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে এক বছর হয়েছিল সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে এখানে এসে আমি অনেক কিছু শিখেছি। এখানে এসে আমি অনেক কম্পিটিশানে নামও দিতে পারছি। এখানে স্বামি বিবেকানন্দের ব্যাপারে অনেক কিছু বলে। এখানে হনুমান চালিসাও করায়, আমরা প্রতিদিন মন্দিরে যায়, আমাদের এখানে যারা শিক্ষিকা, তারা খুব ভালো। এখানে যোগা মেডিটেশান হয়। আমার এখানে এত ভালো লেগেছে যে যদি পরের বছর অন্য কর্স হয় তাহলে আমি তাতে নাম দেব।

তন্নিষ্ঠা মণ্ডল

Indraja

→ 'নিবেদিতা কন্যা সংঘ' আমার মা আমাকে না জানিয়ে নাম রেজিস্টার করে। কারণ আমি মাত্র ৫।৬ বছর বয়সি নাবালিকা আমি কোনো ধর্মেই মন্দিরে বা ধর্মস্থানে যেতে পছন্দ করতাম না। প্রথম যখন আমি এ-ব্যাপারে শুনি আমি খুব অবাক হয়েছিলাম এবং রাগ হয়েছিল, কারণ আমি এসব পছন্দ করতাম না। আমার মনে তখনো আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা আসেনি। প্রথম ক্লাসে আমার মা আমাকে জোর করে নিয়ে আসে, আমি গেলাম। প্রথম ক্লাসে আমাদের পরিচিতি পর্ব হয়। তারপরের ক্লাসে আমি আসি এবং আমার সেই ক্লাসটি খুব ভালো লাগে। এরপরের কোনো ক্লাস-এ আসতে আমার মা আমাকে জোর করেনি। স্বেচ্ছায় এসেছি এবং আসবো। রাই ম্যাম আমাদের গীতা পাঠ করান এবং রাজশ্রী ম্যাম আমাদের মেডিটেশন এবং লেকচার ও [illegible] ও দেন।

অহনা মাইতি

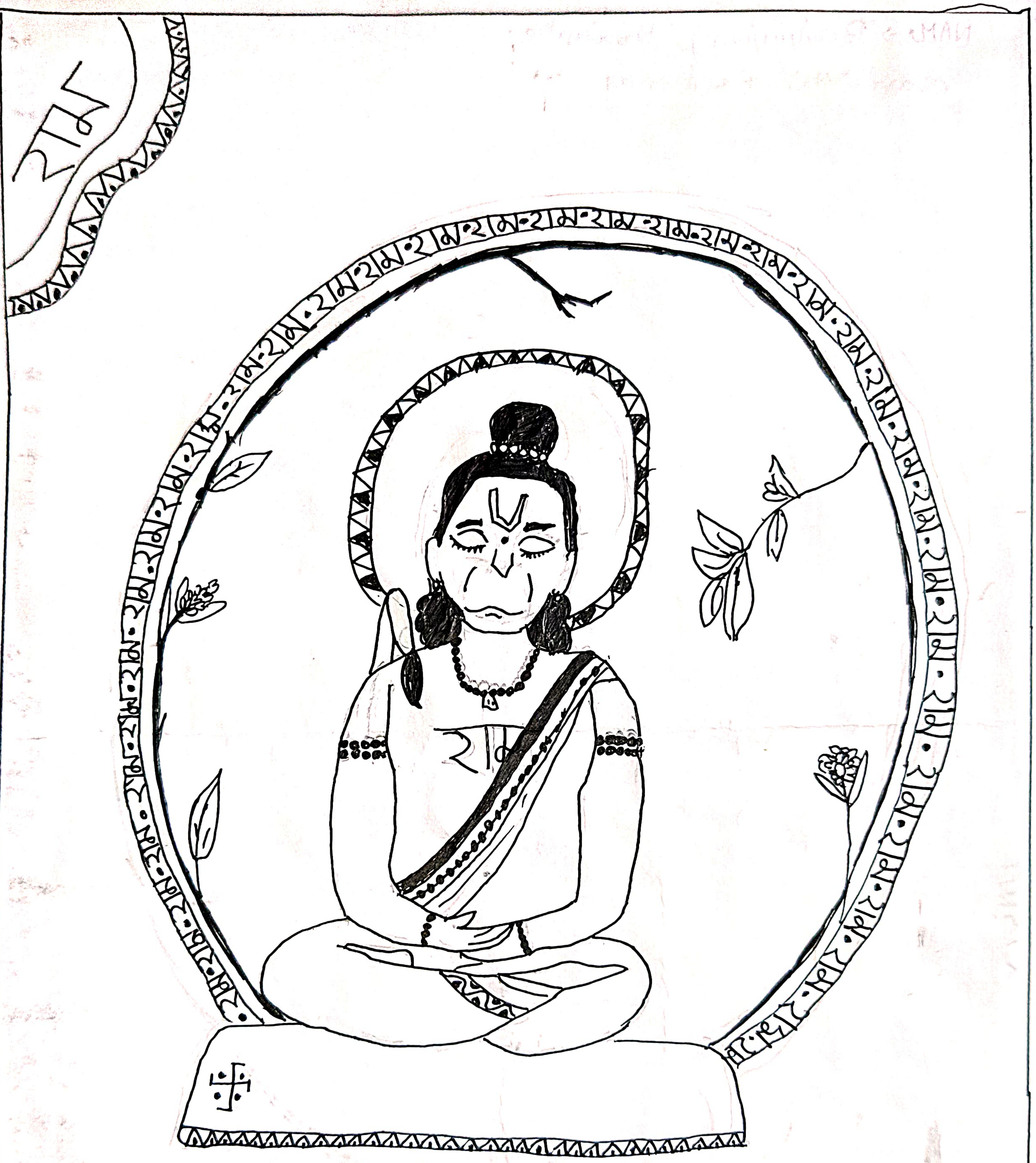

বিষ্ণুপ্রিয়া দাশগুপ্ত।

তুলসী দাস হনুমান চালিসা লেখেননি, তবে তিনি হনুমানকে উৎসর্গ করে একটি স্তোত্র রচনা করেছিলেন, এই স্তোত্রটি হনুমান চালিসা নামে পরিচিত, জনশ্রুতি আছে, তিনি যখন কারাগারে বন্দী ছিলেন তখন এই স্তোত্রটি রচনা করেন, এই স্তোত্রটি 40 টি শ্লোকের সমন্বয়ে গঠিত, যা হনুমানের গুণাবলী এবং ভক্তদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গঠিত,

তুলসীদাসের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তিনি একবার হনুমানের দর্শন লাভ করেন, সেই সময়, তিনি হনুমানকে উৎসর্গ করে একটি স্তোত্র রচনা করেন, এই স্তোত্রটি হলো হনুমান চালিসা,

হনুমান চালিসা একটি জনপ্রিয় ভক্তিমূলক স্তোত্র যা হিন্দুদের মধ্যে খুবই প্রচলিত, এটি হনুমানের গুণাবলী এবং ভক্তদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গঠিত, এই স্তোত্রটি 40 টি শ্লোকের সমন্বয়ে গঠিত, যা হনুমানের সাহস, শক্তি এবং ভক্তদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে,

তন্বী সাহুর ।

Tulsidas, the legendary poet and devotee of Lord Rama, is best known for composing the epic Ramcharita manas. But one of his best works was the Hanuman Chalisa, a devotional hymn, dedicated to Lord Hanuman. According to the story, Tulsidas was imprisoned by Akbar, due to misunderstandings or misinterpretations of his devotional work. Some believe that Akbar being a ruler of a different faith, might have seen Tulsidas's growing influence and popularity as a threat. ~~Also~~, when Tulsidas was in prison he ~~would~~ wrote each hymn for each day. So, we know that Tulsidas was imprisoned for 40 days. He poured over his heart to create this divine chant.

Bishnupriya

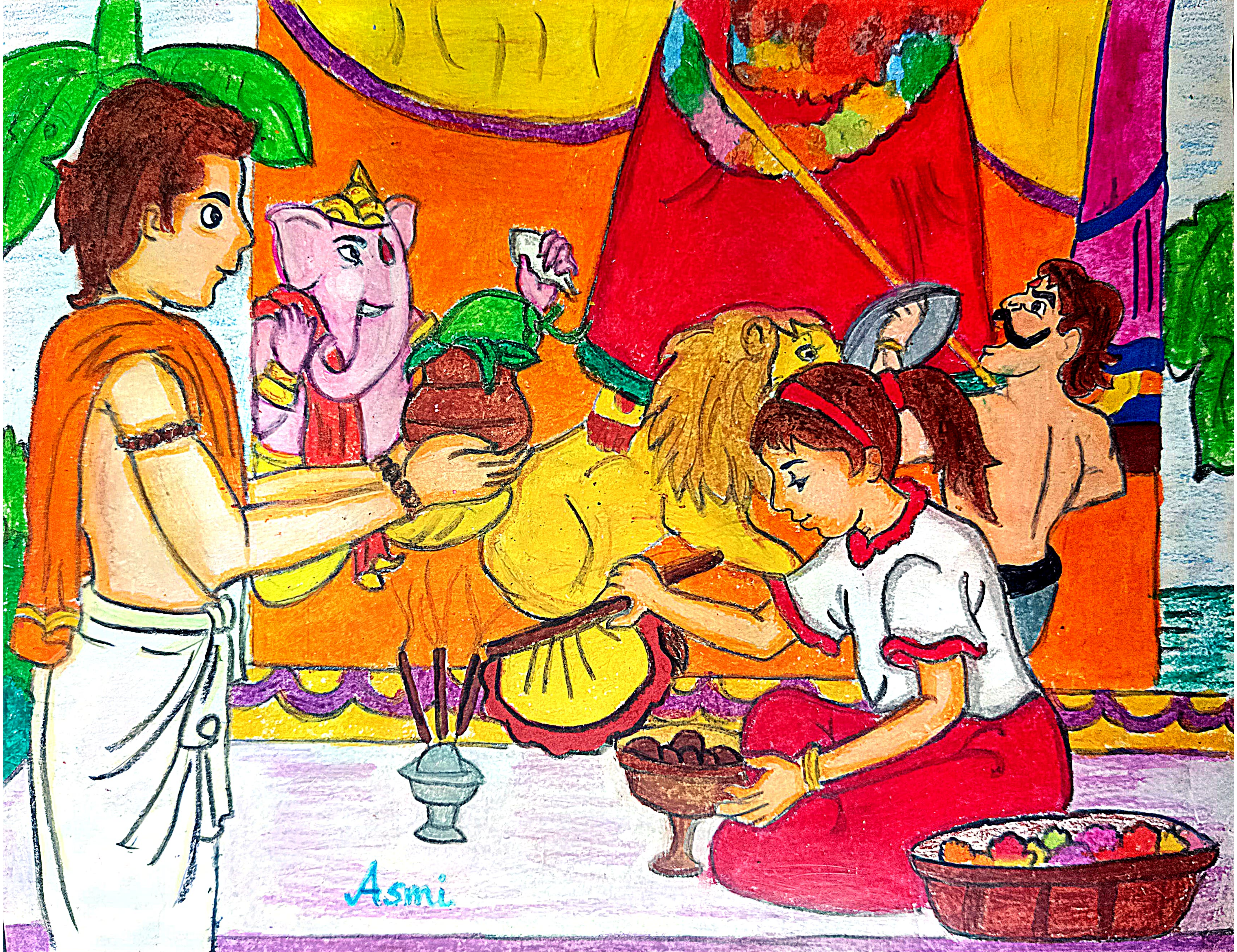
Asmi

Suhrida Ghosh

~~My~~ Nivedita Sanga's Six Months Experience

I joined this Sanga in the month of April. I learned to read 'The Bhagwat Gita'. I was told by my singing ~~teacher~~ Sir in school that I can move ahead in life with singing. I doubted it. I realised it was true when I was told to sing ~~hear~~ here. A lot of activities here like excursions and crafts. I was first time taken to 'Sarada-Math' such a beautiful place I got a lot of peace. Crafts I only atended one that was the makeing of rakhi out of 'Shola'. But sadly those rakhi's ~~md~~ made of love was towen by my brother. I love the tichings. Over there I started ~~bele~~ beleving in god. We learn to meditate. Through I can't meditate as the others. I try to do it. The mam who teaches us how to read the gita. Her teaching tacneeks are wonderfull. Every letter is clear Which is very important in Sanskrit. There is one more mam she tells us stories which

Teacher's Signature ....

Date: / /

atactrats is so much. These storyies are about the life Swami Vivekananda. The large Vivekananda house is the plack where it occlors. The house is so big that even after going every Saturday. There is a lot left to see. My heart an soul longs to go their every moment. So I egerly wait for every Saturday. I will compleat this cource. After joining this Sanga my love for thakur, ~~m~~ Maa and Swamiji filled my ~~ho~~ heart and I pray that they may ~~A~~ bless ~~me~~ me throuout my life.

Joy Thakur!! ♥

Joy Maa!! ♥

Joy Swamiji!! ♥

Teacher's Signature ....

Name :- Rajoshree Santra.

সারদা মঠ পরিদর্শন (পৃষ্ঠা-১)

আমার নাম রাজশ্রী সাঁতরা, আমি নিবেদিতা কন্যা সংঘের ছাত্রী। নিবেদিতা কন্যা সংঘের প্রত্যেক ছাত্রীরা 24th May 2025 শনিবার সারদা মঠ পরিদর্শন - এর উদ্দেশ্যে রওনা দিই, সেখানে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে পৌঁছে প্রথমে প্রার্থনা ও ধ্যান কক্ষে মা-এর দর্শন করি, মাতাজীরা সারদা মা-এর সামনে কয়েকটি গান করতে বলেন, গান করে আমরা মঠ-এর প্রবীন মাতাজীর সঙ্গে দেখা করি, প্রনাম করে তাঁর মুখে সারদা মায়ের গল্প শুনি, এরপর মঠ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমরা প্রত্যেকে একটি visual দৃশ্য দেখি এবং শুনি।

সেখানে দেখি যে স্বামীজীর ইচ্ছাকে কিভাবে তাঁর শিষ্য এবং শিষ্যারা পূরণ করেন, সারদা মঠ প্রতিষ্ঠায় স্বামীজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা, স্বামী বিবেকানন্দের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল, তিনি বলে-ছিলেন "পবিত্র মাতৃকাকে অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু রেখে, গঙ্গার পূর্ব তীরে একটি মঠ স্থাপন করা হবে, যেমন 'ব্রহ্মচারিন' এবং 'সাধু'রা এই মঠে (বেলুড় মঠ) প্রশিক্ষণ পাবেন, তেমনি অন্য মঠেও 'ব্রহ্মচারিনী' এবং 'সাধ্বী'রা প্রশিক্ষণ পাবেন,"

১৯৫৪ সালে কিছু সন্ন্যাসী ও ভক্তের সম্মিলিত উদ্যোগে সারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা, সারদা মঠ সন্ন্যাসীর

সারদা মঠ পরিদর্শন (পৃষ্ঠা-২)

স্বামী বিবেকানন্দের একক উদ্যোগ না হলেও তাঁর দেওয়া আদর্শ ও স্বপ্নকে ভিত্তি করে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা আজও ("শিব জ্ঞানে জীব সেবা") এবং নারী আত্মবিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে আমরা শুধুমাত্র স্বামীজীর উদ্যোগ-এর কথাই নয় সুধীরা দেবী এবং সরলা (পারুল) তাঁদের উদ্যোগ-এর কথাও মাতাজীরা বলেন এবং স্ক্রিন-এ দেখান, তাঁরাও মঠ প্রতিষ্ঠার এক বড়ো উদ্যোগ নেয়, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এনাদের কথাও আমরা জানতে পারি, স্বামী সারদানন্দ পারুল/সরলা দেবীর জীবন পরিচালনা করেছিলেন, তাকে বারানসীতে তপস্যার জীবন-যাপন করতে পাঠিয়েছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনানুসারে ভবিষ্যতের মহিলা মঠের আধ্যাত্মিক নেতা হওয়ার জন্য তাঁকে প্রস্তুত করেছিলেন, সারদা মঠ-এর ইতিহাস যতটুকু সম্ভব মাতাজীদের কাছে শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম,

এরপর সেখানে প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল, প্রত্যেক অতিথিদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে, প্রত্যেকে প্রসাদ খেয়ে আরও একবার মঠটি ঘোরার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বৃষ্টি আসার কারণে আর ঘুরতে পারিনি, কিছুক্ষন পর আমাদের সকলের প্রিয় রাই ম্যাম-এর সঙ্গে দেখা করে অত্যন্ত খুশি হই এবং তিনিও আমাদের দেখে ভীষন খুশি হয়েছিলেন, মঠটি এত সুন্দর সেখান থেকে বাড়ি আসতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু কিছু করার নেই ফিরতেই হতো, ভবিষ্যতে আবারও যাবো এবং আরও ভালো করে সারদা মঠ পরিদর্শন করবো এবং সেবা করবো,

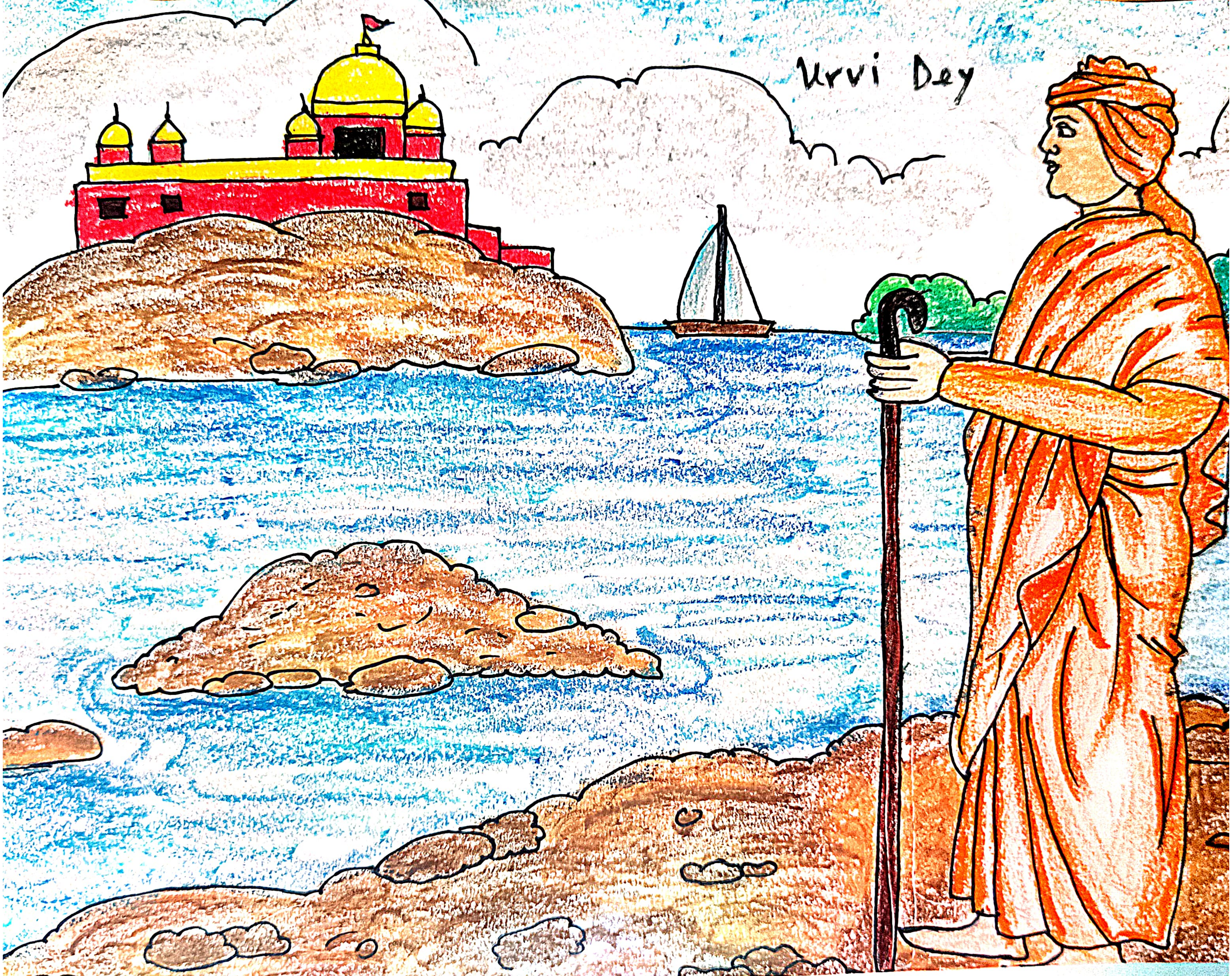
Urvi Dey

শ্রী স্বামীজীর জীবনে একটি ঘটনা

শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহ অবসানে গুরুভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসঙ্গে ভ্রমণ-মানসে একলাই বেরিয়ে পড়লেন, চলতে চলতে একসময় এসে পৌঁছলেন রাজস্থানের আলোয়ারে। এখানে পরিব্রাজকে সন্ন্যাসী বিশেষ ~~বন্দোবস্ত~~ আতিথেয়তা পেলেন না। কেউই তাঁর সেবা বা আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত করে দেয়নি, কেবল এক বৃদ্ধা তাঁকে বড় ভালবাসত। সে পাঁচ বাড়িতে চাকি পিষে আটা ভাঙাত এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু আটা পেত, সেই আটায় রুটি করে বৃদ্ধা নিজে খেত ও নরেন্দ্রনাথকেও খাওয়াত। স্বামীজীকে বুড়ি 'লালা' বলে ডাকত। রাজস্থান অঞ্চলে 'লালা' মানে বাছা। আমরা ছোটছেলেদের যেমন বাবা, বাবু, বাছা বলে ডাকি— সেইরকম।

এরপর নাটকের পট পরিবর্তন হল। দরিদ্র ভবঘুরে সন্ন্যাসী হলেন বিশ্বজয়ী বীর সন্ন্যাসী। আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার পরে দেশের ~~স্বামী~~ সর্বত্র স্বামী বিবেকানন্দকে একবার কাছে পাওয়ার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য মানুষের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি হল। আলোয়ারের রাজা স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আগে থেকেই স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এখন আলোয়ারের অতিথি হয়ে স্বামীজী তাঁর ভক্ত-বন্ধু দলবল নিয়ে আলোয়ারে এলেন। সেবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রথম শিষ্য- ~~হাতরাজ~~, হাতরাস স্টেশনের স্টেশনমাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত ওরফে গুপ্ত মহারাজ, পরবর্তী কালে যাঁর সন্ন্যাস নাম ~~হয়েছি~~ হয়েছিল সদানন্দ। তাঁরই মুখে আলোয়ারে অবস্থানকালের একটি ঘটনা ~~শু~~ শুনেছিলেন স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত। একদিন সকালে স্বামীজী ভ্রমণে বের হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁকে আর দেখা গেল না। সকলে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। তখন দেখা গেল দূরে পাথরের ~~নুড়ি~~ নুড়ি আর শুকনো ডালপালা দিয়ে তৈরি একটা ঝুপড়ির মধ্যে থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে। সেই ঝুপড়ির ভিতর উঁকি দিতে দেখা গেল এক বৃদ্ধা উনুনে আগুন জ্বেলে সামনে বসে একটা থালাতে আটা মাখছে আর স্বামীজী দুই হাঁটু তুলে বুড়ির সামনে বাচ্চা ছেলের মতো বসে আছেন। রাজকর্মচারীদের উঁকি মারতে দেখে বুড়ি ভয় পেয়ে

গেল। স্বামীজী তাদের চোখের ইশারা করে বাইরে অপেক্ষা করতে ~~লাগল~~ বললেন। বুড়ি আগের মতোই স্বামীজীর সঙ্গে গল্প করতে লাগল, "আরে লালা, এক বড় সাধু এসেছে শুনেছিস? রাজার বাড়িতে থাকে, সঙ্গে অনেক লোক- কত লোক তাকে দেখতে যায়! তুই যাবি তাকে দেখতে? না, তোর খিদে পেয়েছে, আগে আমি একখানা টিক্কর করে দিই, ~~তুই~~ তুই খা, তারপর নয় সেই সাধুকে দেখতে যাবি। সে সাধু বড়লোক, তোকে কি সেখানে ঢুকতে দেবে?" বুড়ি কত কথা বলে চলে। স্বামীজীর চোখ ছলছল করে বুড়ির সরল আন্তরিক স্নেহে। মনের ভাব চেপে রেখে বলেন "এ মায়ী, তুই যে-সাধুকে দেখতে যাবি, আমিই সেই সাধু!" বুড়ি মনে করল, লালা তার সঙ্গে মজা করছে। তাই বলল, "তু তো মেরা লালা! তু ভি গরিব, ম্যায় ভি গরিব!" এই বলে উনুন থেকে গরম গরম দুটি টিক্কর অতি শুদ্ধ ও পবিত্র জ্ঞানে বালকের মতো আনন্দ করে খেতে লাগলেন। আলোয়ার থেকে ফিরে যাবার সময় স্বামীজী সেই বৃদ্ধার কাছ বজরা ও পাঁচ-মিশেলি আটার তৈরি টিক্কর নিয়ে ট্রেনে উঠলেন, নিজে একটু খেলেন আর অন্য সকলকেও একটু একটু করে দিলেন— ভাবটা এমন যেন মহাপ্রসাদ! তারপর বললেন, "বুড়ির রুটি অতি পবিত্র! এ জিনিস ~~বেলুড়~~ বেলুড় মঠে আমার ঘরে রেখে দেব!"

Ilina Majumdar

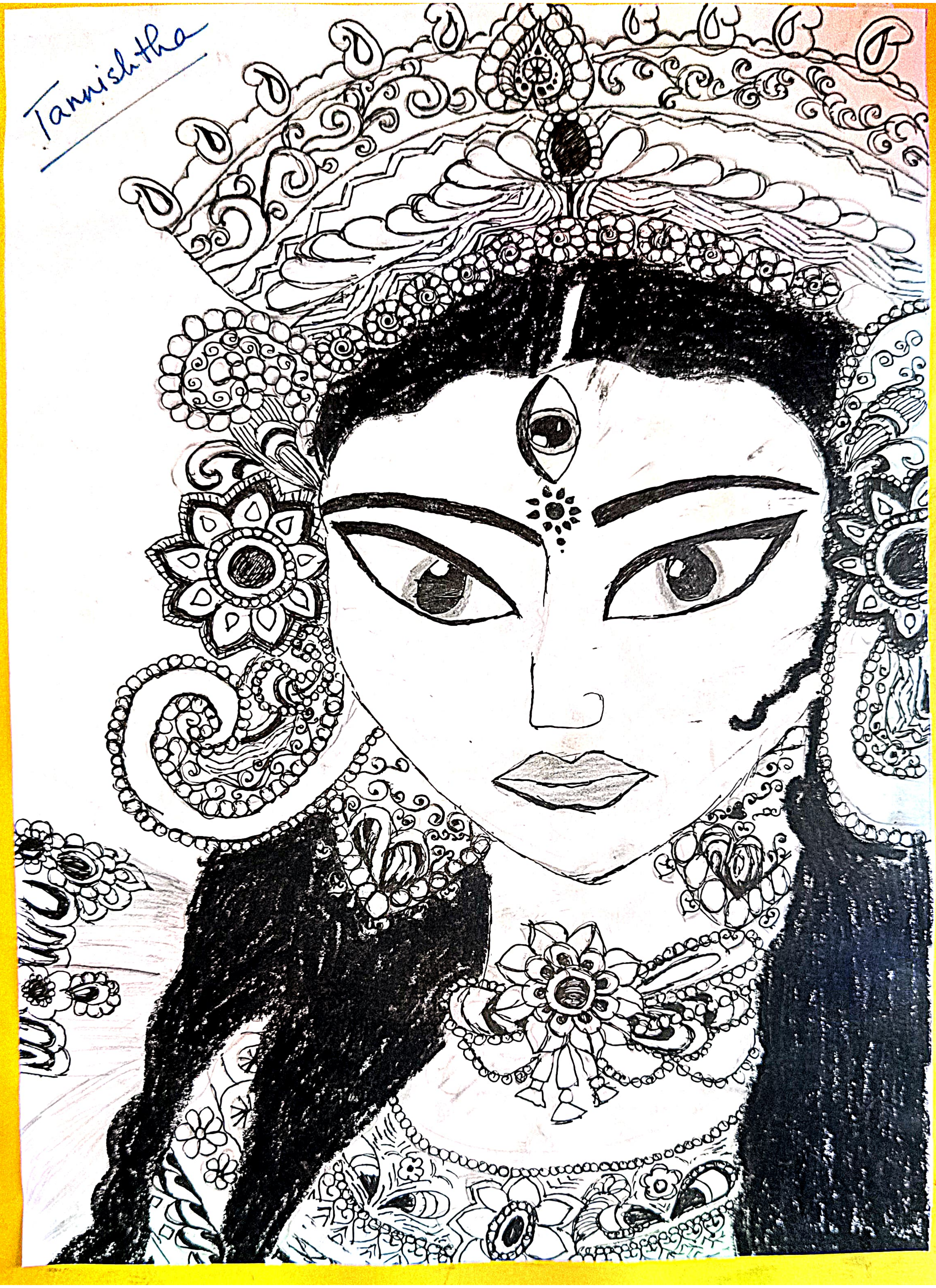
Tannishtha

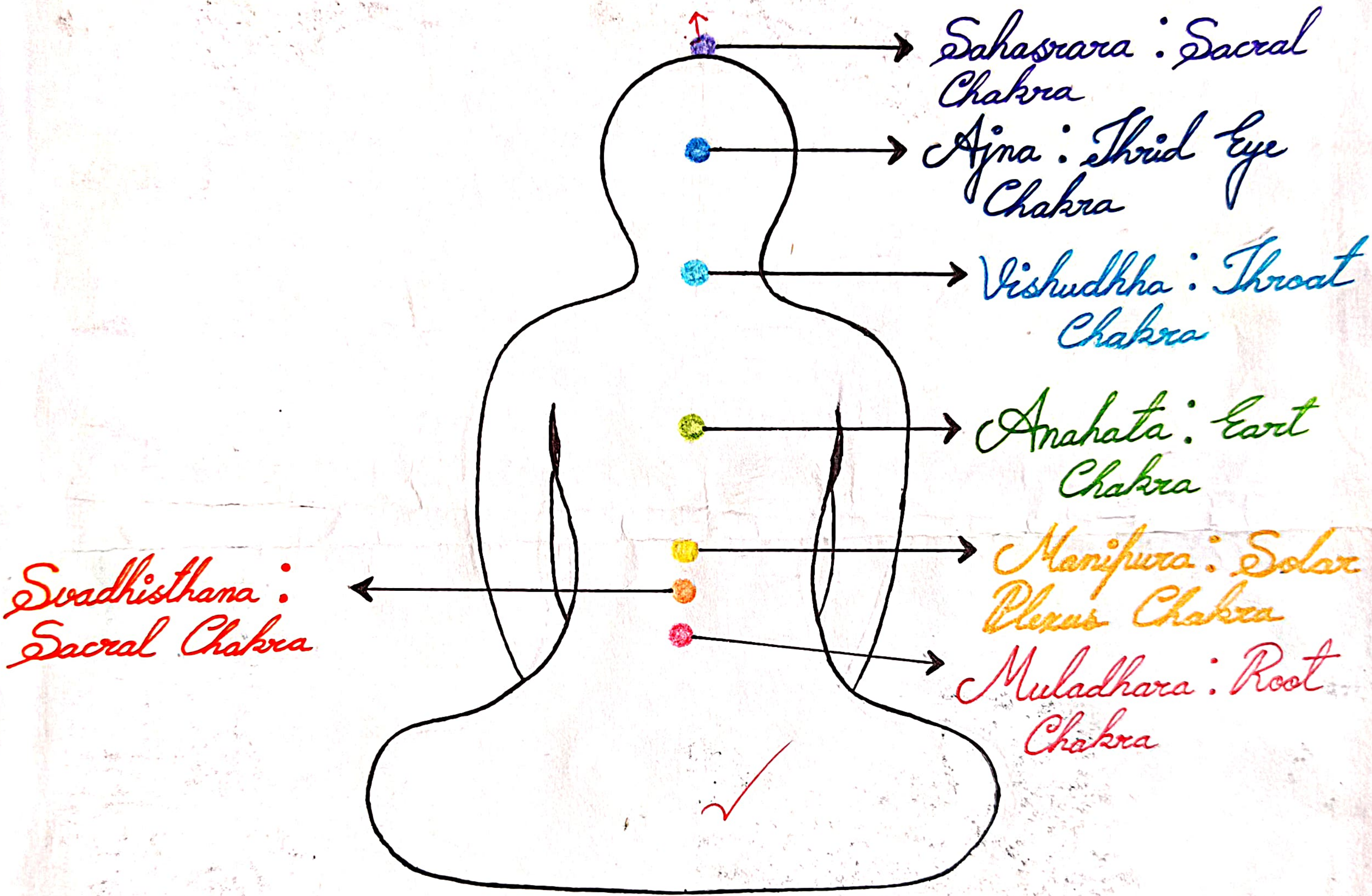
Sahasrara : Sacral Chakra
Ajna : Thrid Eye Chakra
Vishudhha : Throat Chakra
Anahata : Eart Chakra
Manipura : Solar Plexus Chakra
Svadhisthana : Sacral Chakra
Muladhara : Root Chakra

Keyashree

Shola Workshop in Swamiji's Ancestral house

শেখার অভিজ্ঞতা

অহনা মাইতি

গত ২৬শে জুলাই আমাদের নিবেদিতা কন্যা সংঘে একটি রাখি বানানোর ওয়ার্কশপ হয়েছিল, আমি খুব উত্তেজিত মনে স্বামীজির বাড়ি গিয়েছিলাম, আমাদের ছাত্রীদের দ্বিতীয় তলায় বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাখি বানানোর জন্য আমাদের কাগজ দেওয়া হয়েছিল, কাগজ গুলো আসলে বিয়ের কার্ড ছিল। এই ওয়ার্কশপে বিভিন্ন পুরোনো জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল রাখি তৈরি করার জন্য আমাদের লাল ও হলুদ পাথর, শোলা (এক ধরনের গাছের কান্ড) দেওয়া হয়েছিল। সারদা মঠ থেকে দু-জন শিক্ষিকা এসেছিলেন আমাদের রাখি বানানো শেখাতে, আমরা সবাই নিজের নিজের মতো রাখি বানাতে শুরু করলাম, আমি লাল-সবুজ ফিতে, লাল-

রাখি বানাতে গিয়ে খুব আনন্দ হয়েছিল কারণ আমরা প্রথমবার রাখি বানিয়েছিলাম, মাঝে মাঝে আঠা হাতে লেগে যাচ্ছিল, আবার কাগজ কাটতেও ভুল হচ্ছিল তবুও সবাই খুব মজা করে কাজ করছিলাম। ওয়ার্কশপ শেষে আমরা সবাই নিজের বানানো রাখি নিয়ে ছবি তুললাম সাথে আমাদের শিক্ষিকারাও ছিল।

এই অভিজ্ঞতা সত্যিই খুব দারুণ ছিল। রাখি বানাতে গিয়ে আমি বেশ এক সৃজনশীলতা শিখলাম, আমি ভাবলাম, এবারের রাখি-বন্ধনে আমি আমার দিদিকে নিজের বানানো রাখি উপহার দেবো।

— Ahana Maity

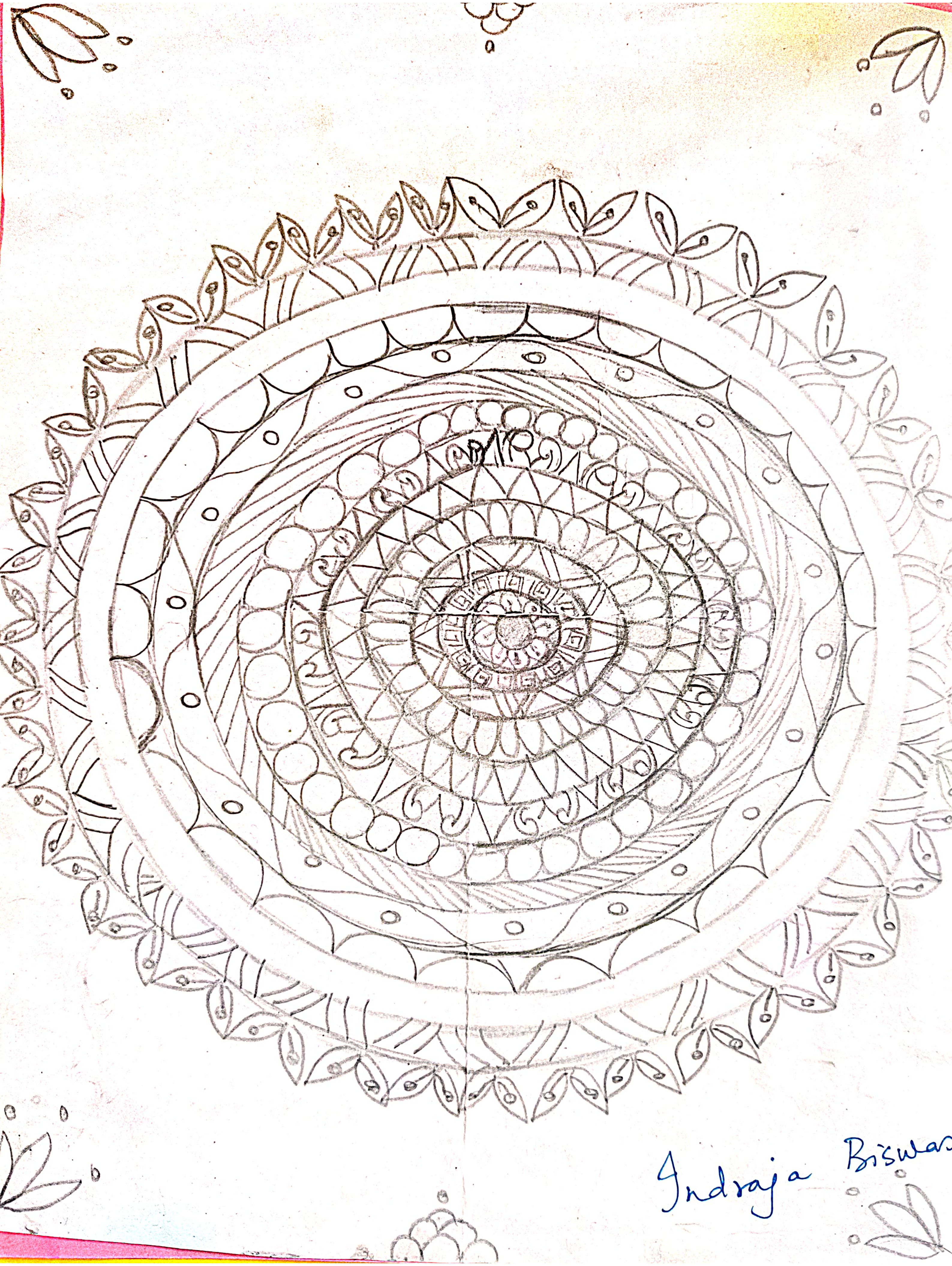
Indraja Biswa

নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে এক বছর ব্যাপী যা শিখেছ ও তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখ।

আমি নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘের একজন ছাত্রী। ~~একেবারে ছোটো~~ আগে আমি আমার মায়ের সাথে সকালে বালক সঙ্ঘে ~~যেতাম~~ আসতাম। আমার সেখানে খুব ভালো লাগত। পরবর্তীকালে যখন 'নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘ' এ স্কুল, তখন মা ওতে আমাকে ভর্তি করেন। তারপর থেকে এখানে প্রায় প্রতিদিনই আসতাম। এখানে এসে ~~আমার~~ গীতা-পাঠ, বিভিন্ন স্তোত্রম্, প্রাণায়াম, যম-নিয়ম সম্পর্কে আমার ধারণা তৈরী হয়। তাছাড়া আমি গৌতম-বুদ্ধ, স্বামীজী, ঠাকুর ও মায়ের ~~সম্পর্কে অনেক ও~~ জীবন থেকে জ্ঞান লাভ করেছি ও তাঁদেরকে চিনেছি। এখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি যোগদানও করেছি। তাছাড়া এখান থেকে আমাদের 'নিবেদিতা মিউজিয়াম' এ নিয়ে যান এবং সেখানে আমরা পুরো স্কুল ঘুরে দেখছিলাম। এখানে আসতে আমার আজও ভালো লাগে।

Asmita

নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে এক বছর ব্যাপী যা শিখেছ ও তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখ।

নিবেদিতা কন্যা সঙ্ঘে এক বছর ধরে আমার পড়াশোনায় উন্নতি হয়েছে। আরো ~~বেশি~~ তাড়াতাড়ি মুকস্ত হয়ে যায়। এবং বেশি মনোযোগ দিতে পারি কোনো কাজে।

Sanhita

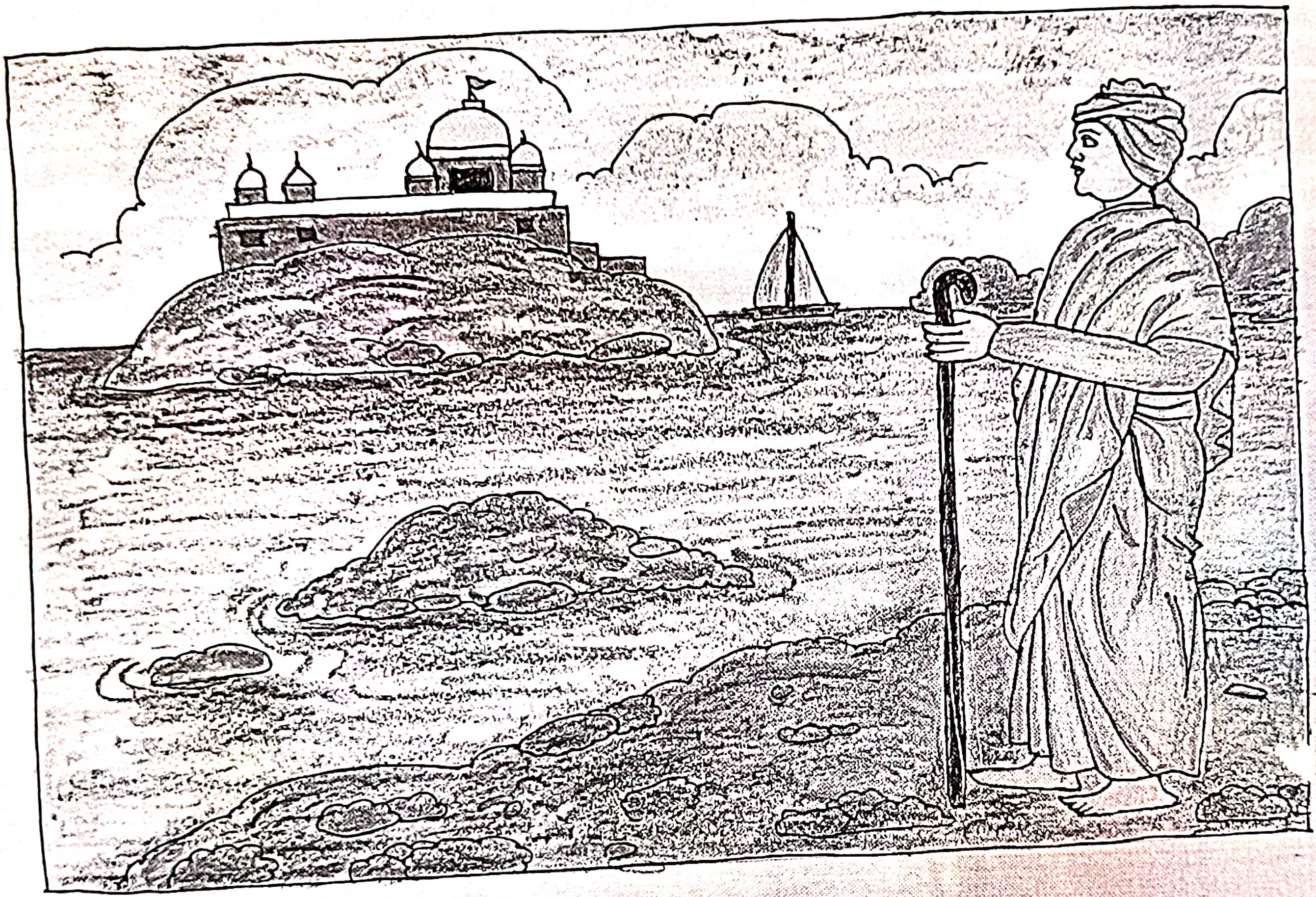

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের একজন মহান সন্ন্যাসী ও দার্শনিক, তিনি ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও আগ্রহী ছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন তাঁর গুরু। বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের প্রচার করে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বক্তৃতা আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী ও কর্মঠ হতে শিখিয়েছেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আজও তাঁর আদর্শ আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক।

কেয়াশ্রী দাস

Sanhita

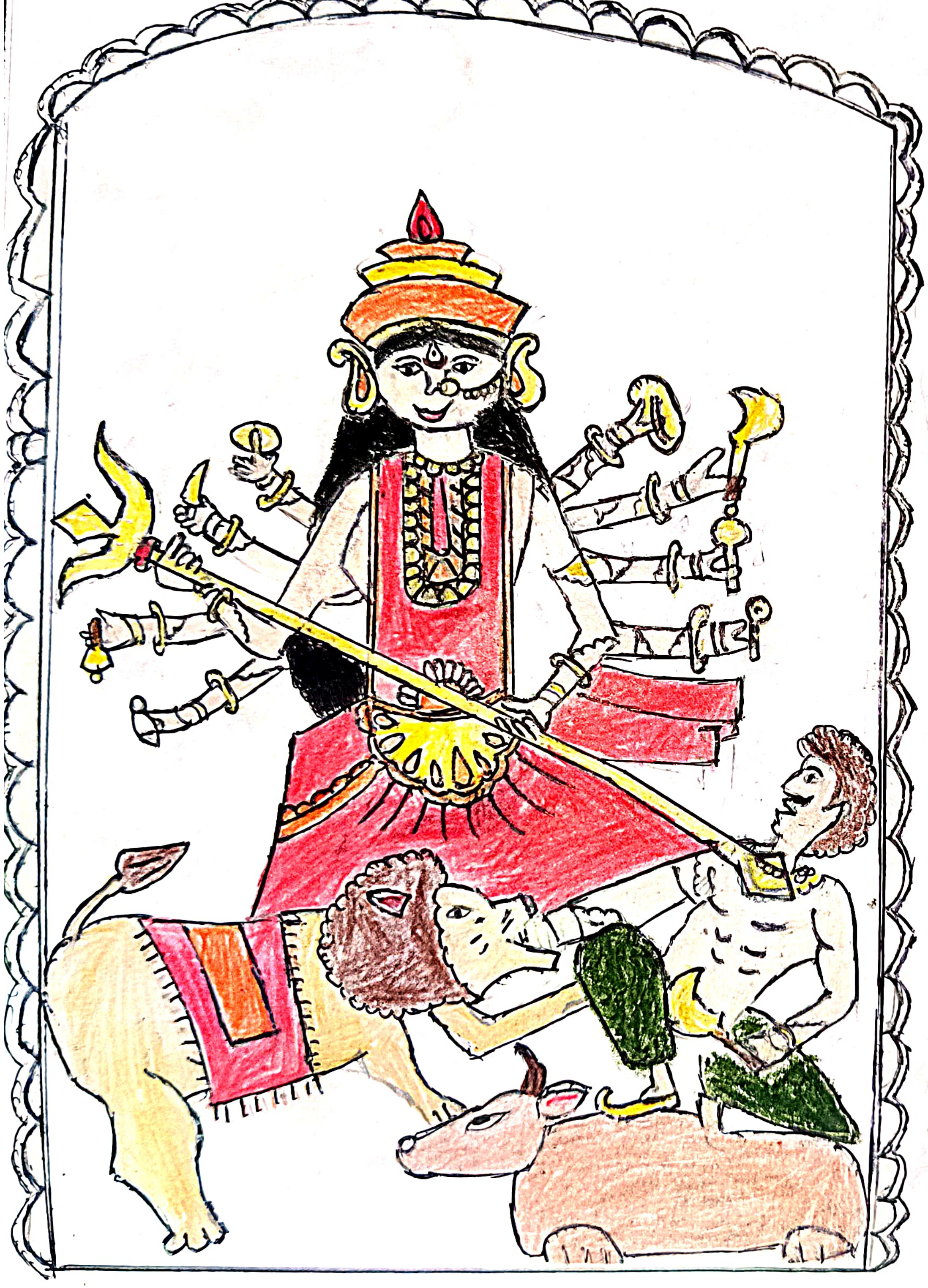

মাতৃরূপেন
সংস্থিতা

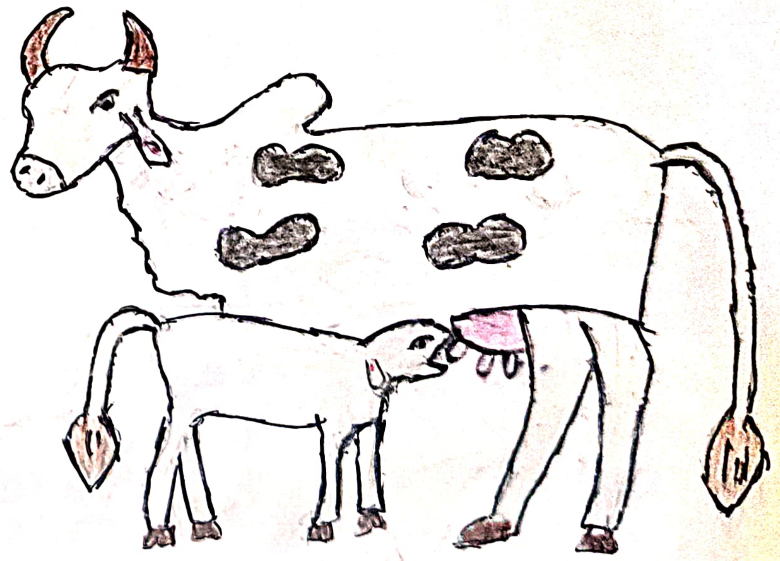

'Strength is life,
weakness is death.'

'They alone live who live for others, the rest are more dead than alive.'

'Education is the manifestation of the perfection already in man.'